অন্যদৃষ্টি

মেধার বিকাশ ও সিজিপিএ

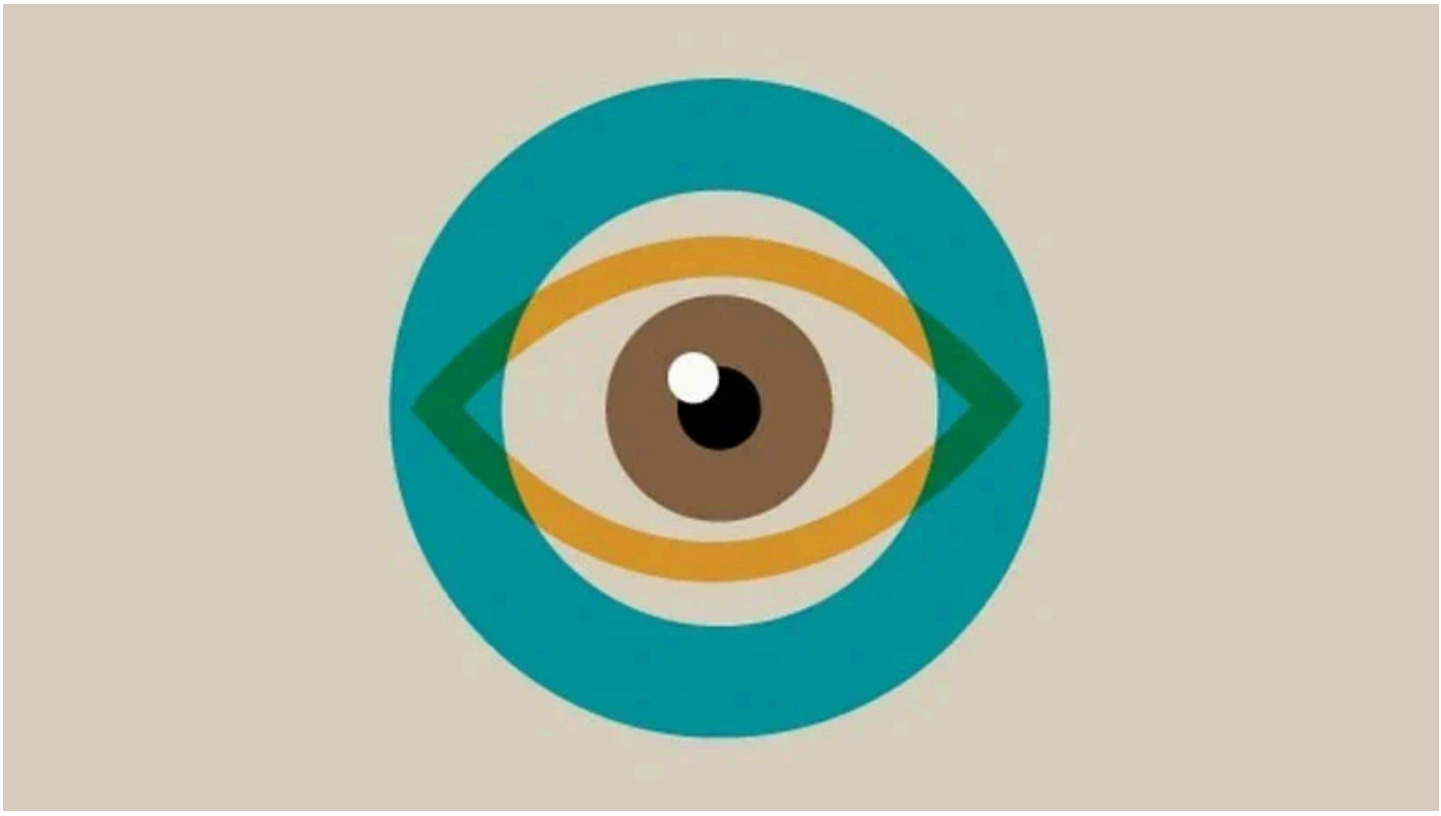

তারনিমা ওয়ারদা আন্দালিব, দাউদ ইব্রাহিম হাসান

প্রকাশ: ০২ নভেম্বর ২০২৫ | ০৬:০৭ | আপডেট: ০২ নভেম্বর ২০২৫ | ১১:৫৮

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত মুখস্থবিদ্যা ও তত্ত্বের প্রাধান্যনির্ভর। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে শেখানো হতো তথ্য, তার প্রয়োগ নয়। শিক্ষার্থীরা উচ্চ সিজিপিএ অর্জন করত ঠিকই, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পা দিয়েই দেখত এক গভীর শূন্যতা। বিভিন্ন চাকরির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, উচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্তদের প্রায় ৬০% এরও বেশি প্রথম কর্মজীবনে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বা সমালোচনামূলক চিন্তার অভাববোধ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ নষ্ট হতো।

এই সমস্যার মূলে ছিল সীমিত ব্যবহারিক শিক্ষা। প্রকৌশল, বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তি শিক্ষায় ল্যাবরেটরি সুবিধা এবং আধুনিক উপকরণের অভাব ছিল দীর্ঘদিনের। শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত জ্ঞান নিয়ে বের হলেও, প্রজেক্ট ডিজাইন, কোডিং বা যন্ত্রপাতির হ্যান্ডস-অন স্কিল (হাতেকলমে দক্ষতা) অর্জনের সুযোগ পেত না। অন্যদিকে, এক দশক আগেও যোগাযোগ দক্ষতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা ও উপস্থাপনা দক্ষতার মতো 'সফট স্কিলস'-কে কেবল পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে দেখা হতো, যা মেধাতালিকায় প্রভাব ফেলত না।

আজ সময় বদলেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাপ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। অটোমেশন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা অ্যানালাইটিক্সের এই যুগে কেবল সিজিপিএ নয়, বরং ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং এবং সাইবার সিকিউরিটির মতো বিশেষায়িত দক্ষতাগুলো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে আইটি ও আইটিইএস খাতে প্রায় চার লাখ তরুণ কাজ করছে এবং এই খাতের প্রবৃদ্ধি ২০% এর বেশি। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে ডিগ্রি নয়, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতাগুলোই এখন দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। এই পরিবর্তনের ঢেউ এনেছে ফ্রিল্যান্সিং ও গ্লোবাল মার্কেটপ্লেসের প্রভাব। ফাইভার, আপওয়ার্কের মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে বাংলাদেশের তরুণরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মতো দক্ষতার জোরে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। এখানে সিজিপিএর কোনো স্থান নেই; কাজের মানই শেষ কথা। গ্লোবাল ফ্রিল্যান্সিং রেভিনিউতে বাংলাদেশের অবস্থান আজ উল্লেখযোগ্য, যা বছরে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় এনে দিচ্ছে। এটিই আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা।

চাকরির বাজারে 'স্কিলস-গ্যাপ'-এর স্বীকৃতি এখন একটি সর্বজনীন বিষয়। বেশির ভাগ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নিয়োগের সময় সিজিপিএর চেয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা পরীক্ষা বা কেসস্টাডি বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, উচ্চ সিজিপিএপ্রাপ্ত অনেকেই প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে ভুগছে। ফলে অনলাইন কোর্স এবং স্থানীয় বুট-ক্যাম্পগুলো এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ ছাড়াও স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বিকাশ প্রমাণ করে যে, পুঁথিগত

বিদ্যার চেয়ে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ও ব্যবহারিক দক্ষতা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। বর্তমানের এই প্রতিযোগিতা কি তবে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘদিনের ঘুম ভাঙাতে সক্ষম হবে?

ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হবে। সিজিপিএ ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতাভিত্তিক সার্টিফিকেশন এবং 'স্কিলস পোর্টফোলিও' অনেক বেশি মূল্যবান হবে; যা এক প্রকার 'স্কিলস পাসপোর্ট'-এর ধারণা দেবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই দক্ষতা প্রমাণপত্রগুলো তরুণদের জন্য গ্লোবাল কর্মসংস্থানকে আরও সহজ করে তুলবে।

যদি এই সিজিপিএ-নির্ভরতা এবং স্কিল-গ্যাপের সমস্যা সমাধান না হয়, তবে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। আমরা একটি দ্বিধাবিভক্ত সমাজে প্রবেশ করব। একদিকে থাকবে উচ্চ সিজিপিএধারী একদল তরুণ, যাদের হাতে থাকবে কেবল সনদ কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা সীমিত; অন্যদিকে থাকবে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল তরুণ, যারা কম একাডেমিক ফল করেও বিশ্ববাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবে।

ড. তারনিমা ওয়ারদা আন্দালিব: সহকারী অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়;
দাউদ ইব্রাহিম হাসান: ছাত্র প্রতিনিধি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

বিষয় : অন্যদৃষ্টি সিজিপিএ শিক্ষাঙ্গন উচ্চশিক্ষা